হুজুরের ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবক হারিয়েছি

মোঃ বেলাল হোসাইন, দক্ষিণ শাহজাহানপুর

আল হামদুলিল্লাহ, সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানব জাতি। আর মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তার প্রতিনিধি নবী, ও অলীরা। আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ, আল্লাহ পাকের একজন মাহন অলীর কিছু স্মৃতি হিসাবে কলমের কালি দ্বারা তুলে ধরবো।

আমি যখন ওহাবী ও সুন্নী বুঝতাম না তখন আমার এক বন্ধু (মোঃ কামাল হোসেন, সরকারী চাকুরীজীবি) প্রায়ই বলতো দোস্ত তুমি কোথায় নামাজ পড়- ওরাতো ওহাবী ওদের পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ হয় না। এভাবে ওর সাথে আমার ইসলামিক বিষয় নিয়ে টুকি টাকি কথা হয়। এর ফাঁকে কয়েক দিন চলে যায়। প্রায়ই সিদ্ধান্ত নেই, গাউছুল আযম জামে মসজিদে যাবো; আবার যাওয়া হয় না। শয়তানে পেয়ে বসে। হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্নে দেখতে পাই একজন হুজুর (২৯/০৫/২০০৭ইং রবিবার) বলছেন- শোন তোকে দোয়া করতে এসেছি তুই একদিন বড় অলী আল্লাহ হবি-আমার সাথে পড় লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (এভাবে তিন বার) ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফজরের আযান শুনি নামাজ পড়ি। সপ্তাহ ঘুরে আসল জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেই, এবার মনকে স্থির করলাম গাউছুল আযম জামে মসজিদে নামাজ পড়ব। একটু আগেই বের হয়েছি হুজুর দরুদ শরীফ টান দিলেন- প্রথম মিম্বারের দিকে তাকাতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম এতো ঐ রাতের সেই হুজুর; যিনি আমাকে দিদার দেখিয়ে ওনার কদমে নিয়ে এসেছেন। বললাম আলহামদুলিল্লাহ! ভাবলাম অলীগণের বেলায়েতের কি খেলা! ধরতে না পারলে বোঝা মুশকিল। এমনি করে কয়েক বছর হুযুরের কদমে কাটিয়ে দিলাম। ঢাকার বুকে অনেক মসজিদ। কিন্তু গাউছুল আজম মসজিদের মতো নয়। কেউ হুজুরের মতো নয়। হুজুরের স্পষ্টবাদিতা, নবী প্রেম, অলী প্রেমের যে বীজ বপন করেছিলেন তাতে চাড়াগাছ হয়েছে, ডালপালা হয়েছে, ফুটেছে ফুল আর ফুলের সুগন্ধিতে আমরা গোলামরা মতোয়ারা। কে বলেছে হুযুর নেই, হুযুর আমাদের হৃদয়ে আছেন, থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত তারপরেও। ওনার কাছে আমরা ঋনী, চিরঋণী, কাজের ফাঁকে বা কোন কারণে যদি জুমার নামাজ গাউছুল আযম জামে মসজিদে না পড়তে পারতাম তাহলে সেদিন আর কোনক্রমেই ভাল লাগত না, কবে আরেকটি জুমা আসবে। কবে হুযুরের নুরানী মুখ থেকে নবীপ্রেম, অলী প্রেমের শানদার বয়ান শুনব। উনার নুরানী তকরির শুনতে শুনতে দুপুরের খাবারের কথা ভুলে যেতাম। উনাকে হারিয়ে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়। হুযুরের খেদমতে নিজেকে তেমন কাটানোর সুযোগ পেতাম না। কারণ, ওনার চারপাশে মুরিদ ও আশেকাণ থাকতেন। হুজুর দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। কখনও সফরসঙ্গী নিতেন, আবার নাও নিতেন। উনাকে নিয়ে চিন্তা করতাম যদি বাতেলরা উনার ক্ষতি করে। প্রায়ই স্বপ্নে সাক্ষাৎ দিতেন। কোন অবস্থাতেই নিজেকে আড়াল করতেন না। হয় দেশে না হয় বিদেশে। হুযুরকে নিয়ে গবেষণা করতাম। উনি বিদেশে আছেন তা সত্ত্বেও আমাকে ওনার অবস্থান সহ কি করছেন তাও দেখাতেন। উনাকে নিয়ে চিন্তা করলেই মনের ভাষা বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই এই অধমকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেখাতেন। ছোবহান আল্লাহ! হুযুরের বেলায়েতের শক্তি ছিল প্রখর। একদিন আমি ওনার খেদমতের সুযোগ পাই। এক বয়স্ক লোক উনার প্রতি হাত পাখা নাড়ছিল। মনে মনে ভাবছি পাখাটা যদি কিছু সময়ের জন্য পেতাম তাহলে নিজেকে নিয়োজিত করতাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পাখা হাতে আসল-নাড়া শুরু করলাম। এবার হুযুরকে পরীক্ষা করব বলে মনে মনে বলতেছি- আমি আমার মুর্শীদকে বাতাস করছি। নায়েবে রাসূল এর খেদমত নবীজীর খেদমত আর নবীজীর খেদমত স্বয়ং আল্লাহর খেদমত। উনি নীচে (খানকায় বসে কি যেন লিখছিলেন) প্রথম কথায় আমার দিকে তাকালেন, দ্বিতীয় কথায়ও আমার দিকে তাকালেন, তৃতীয় কথায়ও আমার দিকে তাকালেন

মৃদু হাঁসলেন। উনি মনের ভাষা বুঝতেন। ছোবহান আল্লাহ!

আমি গাউছুল আযম মাইজ ভান্ডারীর মুরিদ হওয়া সত্ত্বেও হুযুরের এ বেলায়েত দেখে আমি ওনাকে মনে প্রাণে ভালবাসতাম। মহব্বত কি জিনিস, আশেক, আশেকে রাসূল কিভাবে হতে হয় তিনিই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যেন ঘুমন্ত দেহকে জাগিয়ে তুললেন। আমরা ঋণী, চির ঋণী, উনার পায়ের ধুলা হতে শুরু করে চুল পর্যন্ত আপাদমস্তক ছিল নবীজীর প্রতি এশকের আগুন।

আমি যদি তরিকা গ্রহণ না করতাম তা হলে উনার কাছেই বয়াত গ্রহণ করতাম (তবুও তিনি আমার হৃদয়ে আছেন, থাকবেন। উনি এও জানতেন আমি অন্য তরিকায় আছি। ওনার অসুস্থতার মধ্যে জুলাই মাসে আবার দেখা দেন, বাবা তোমারে তো অনেক দিন যাবত দেখিনা। তুমি আমার সফরসঙ্গী হিসেবে থাইকো। অন্যকিছু চিন্তা কইরনা। আমি তোমার জন্য দোয়া করি। হুযুরের উছিলায় আমার জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। যা লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের মাঝ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এক জন পীরে কামেল মহান অলী গমন করলেন। মহান আল্লাহপাক উনার বেলায়েতকে আরো প্রসারিত করুন আমিন। প্রাকটিক্যাল ভাবে নবীজীও উনাকে উনার নূরানী হাতে কবুল করেছেন-খোশ আমদেদ। সকলে আল হামদুলিল্লাহ বলি। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাক নবীজীর এবং অলীর উছিলায় আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করুন-আমিন।

কৈফিয়ত

আল্লামা হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহ:) এর ইনতিকালের কারণে সুন্নীবার্তা প্রকাশে বিলম্বিত হওয়ায় সম্মানিত পাঠক/ পাঠিকাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

–ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

হৃদয় জাগরণে: অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল

আনোয়ার হোসেন
এম.এ. (হাদীস) বি.এ. অনার্স, ঢাবি

যুগ সন্ধিক্ষণের কলম সম্রাট ইশকে রাসূল এর অনুপম দৃষ্টান্ত ওহাবী মওদুদীদের যমদূদ সুন্নীয়তের কাননের গোলাপ সদৃশ, অধ্যক্ষ এম.এ জলিল সাহেব গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে দরিত্রীকে বিদায় জানিয়েছেন। তাঁর মহাপ্রয়ানে সন্নী জনতার যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাঁর রিপ্লেস অসম্ভব।

আমি আজ এখানে হুজুরের স্মৃতিলয়ের একটি ঘটনার বর্ণনা দেব যা আমার হৃদয়পটে বার বার দোলা দেয়।

ঘটনার বিবরণ ঃ গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ হজুর আমার এলাকায় (বি-বাড়ীয়া জেলা, কসবা উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে) বার্ষিক সুন্নী মহাসম্মেলনের প্রধান অতিথির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই অধমদের একলাকে ধন্য করেছিলেন। হুজুরকে রিসিভ করে দেখ ভাল করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর। আর এটা ছিল হুজুরের একান্ত ইচ্ছেও।

এই ফাঁকে হুজুরের ড্রাইভার জনাব আবদুর রবের সাথে আমার হুজুরের বিষয়ে কিছু আলাপ হয়।

অলৌকিক ঃ আব্দুর রব সাহেব বললেন আজ থেকে ৪-৫ বছর পূর্বে বি-বাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর থেকে প্রোগ্রাম করে ফিরছিলাম। পথি মধ্যে ওহাবীরা হুজুরকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করে রাস্তায় হুজুরের গাড়ী আটকে দেয়। তারপর দুশমনদের একজন হুজুরের নিকট চলে আসে এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে হুজুরকে আক্রমন করতে উদ্যোগ নিয়ে হুজুরের মাথায় হাত দিয়ে বললো আরে। এটা তো জলিল না সে চালাকী করে চলে গেছে। তখন হুজুর অকোতুভয়ী নির্ভর হয়ে বসে রইলেন। অতঃপর দুশমনরা চলে গেল। হুজুর (রাঃ) নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন; সুবহানআল্লাহ! অথচ শত্রুরা হজুরের শরীর পর্যন্ত টাচ করেছে কিন্তু এশকে রাসূল তাকে উদ্ধার করেছে। এটাই হলো ইশকে মাহবুবের অনল; যা দেখা যায় না। সে আগুনে একবার পুড়লে কোন অশুভ শক্তি তাঁর কিছু করতে পারেনা। আল্লাহ হুজুর (রঃ) কে সর্বোচ্চ জান্নাত দান করুন। আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরছালিন।